তারিখ 29 MAY 2005
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

ভোরের কাগজ

দৃষ্টিপাত

ইংরেজি মাধ্যম স্কুল : প্রাসঙ্গিক ভাবনা

দিলরুবা কবির

ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় ও কিন্ডারগার্টেনসমূহ পরিচালনা- পাঠ্যপুস্তকসহ স্কুলগুলোর শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের জন্য সম্প্রতি কিছু গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সরকারি কর্মকর্তাগণ, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিকসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে সেমিনার গুলোতে মতবিনিময়, সুপারিশ এসবের মাধ্যমে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে -যা কিনা আমাদের দেশের ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলোর জন্য অপরিহার্য। অনেকে হয়তো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্কুল চালাচ্ছেন, কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, স্কুল হবে নন-প্রফিট অর্গানাইজেশন এবং মহৎ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত। এর মানে এই নয় যে, কাউকে লোকসান দিয়ে স্কুল চালানোর সুপারিশ জানাচ্ছি। সেমিনারে আলোচিত মূল্যবান সুপারিশমালার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে শিক্ষা ক্ষেত্রে তথা ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলোতে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে বলে মনে হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে সিঙ্গাপুরের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। সিঙ্গাপুরে ন্যাশনাল স্কুলগুলোই (সবই ইংলিশ মিডিয়াম) শুধু নয়, ইন্টারন্যাশনাল স্কুলগুলোও মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে স্কুল কর্তৃপক্ষ সুপারিশ পাঠায় মিনিস্ট্রিতে। শিক্ষক বা ছাত্রদের বেতন নির্ধারণ সম্পর্কে স্কুলের পুরোপুরি স্বাধীনতা রয়েছে। উল্লেখ্য, সিঙ্গাপুরের ইন্টারন্যাশনাল স্কুলগুলো এখানকার আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এবং ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ঢাকার (আইএসডি) মতো অর্থাৎ আমেরিকান বা ব্রিটিশদের মালিকানাধীন তবে পরিচালনার দায়িত্ব সিঙ্গাপুরিয়ানদের। সর্বোচ্চ ক্ষমতা বিদেশীদের নয়- যদিও প্রিন্সিপাল, শিক্ষক বিদেশী। চেয়ারপারসন, ডিরেক্টর, প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারী সবই স্থানীয়। শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদেশীদের পুঁজি বিনিয়োগ করার সুযোগ দিলেও কর্তৃত্ব নিজেদের। বাংলাদেশে এসব স্কুলগুলোতে সরকারের অর্থাৎ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সামান্যতম কর্তৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণ আছে বলে মনে হয় না। ইন্টারন্যাশনাল স্কুলগুলো যদিও আমার আলোচ্য বিষয় নয়। আমাদের অনেক ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়কেই ইন্টারন্যাশনাল স্কুল বলা হয়ে থাকে। অন্যের ভালো বিষয়গুলো গ্রহণ করতে তো অসুবিধা নেই।

সব উন্নত দেশেই এমনকি আমাদের দেশের আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল স্কুল-আইএসডিতেও ছাত্রদের বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দেওয়ার জন্য কাউন্সেলর রয়েছে। শুধু বিদ্যালয়ের গণ্ডির জন্যই নয়, সামাজিক অবক্ষয় এড়ানোর জন্যও এর বিশেষ প্রয়োজন। কাউন্সেলিংয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট বিদ্যা ও আগ্রহ রয়েছে এমন বিশেষজ্ঞদের আমরা ইংরেজি-বাংলা মাধ্যমগুলোর জন্য কাউন্সেলর হিসেবে কাজে লাগাতে পারলে দেশ উপকৃত হবে বৈকি।

প্রায় প্রতিটি পরিবারে রয়েছে উঠতি বয়সী ছেলেমেয়ে। বিদ্যালয়ের পরিবেশ, গণমাধ্যমগুলোর প্রভাবে অনেকের যে পরিবর্তন (অনেকাংশেই নেতিবাচক) হচ্ছে এটা কেউই অস্বীকার করতে পারবো কি? কোন ধরনের শিক্ষার্থীরা এর শিকার হচ্ছে, কেনইবা হচ্ছে? একে রোধ করবো কি করে?

এছাড়াও বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েরা নিঃসঙ্গবোধ করে। অনেক কিছু লুকাতে চায়। পড়াশোনায় অমনোযোগী হয়, আবার কেউ কেউ মিথ্যা বলা শুরু করে। ক্লাস ফাঁকি দেওয়া, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, সব মিলিয়ে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনীহা, বর্তমানটাকেই সব মনে করে। এতে করে সমস্যা বাড়তেই থাকে। আবার ঘন ঘন বিদ্যালয় পরিবর্তনের ফলেও দেখা যায় বিভিন্ন রকমের সমস্যা। বর্তমানে সামাজিক অবক্ষয়ের সঙ্গে যেখানে 'টিনএজ'রা জড়িত- ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলোতে জরিপ চালালে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে। উন্নত দেশগুলোর বিদ্যালয়গুলোতে রয়েছে কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা। আর সেজন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ কাউন্সেলর থাকেন, যিনি গোপনীয়তা রক্ষা করে পৃথক পৃথক ছাত্রদের জন্য প্রয়োজনীয় উপদেশ দেন। কখনো বাবা-মাকেও এর আওতাভুক্ত করা হয়। বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাই প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্যই কাউন্সেলর অত্যন্ত জরুরি। পরিবর্তনের ধারাকে গ্রহণ করতে আমাদের খোলা মন নিয়েই সব চিন্তা করতে হবে।

আমরা জানি, সে ইতিহাস খুব পুরোনো নয়, যখন আমাদের বাপ-দাদারা অনেকেই বিদ্যালয়ের কাছাকাছি জায়গীর থেকে অন্যের বাচ্চা পড়িয়ে নিজেও ভালো ফল করেছেন- প্রমাণও আছে ভূরি ভূরি। কিন্তু পেছনের দিকে না গিয়ে আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও গণমাধ্যমের সহজলভ্যতার কথা মাথায় রেখেই যুগের সঙ্গে এগোতে হবে।

আমাদের বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় কম হলেও শিক্ষার্থীর সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলোতে কাউন্সেলর নিয়োগ- শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যার হাত থেকে শুধু বাঁচানোতেই নয়, তাদের প্রতিভার বিকাশে সহায়ক হবে। কোন শিক্ষার্থীর আগ্রহ কোন বিষয়ের ওপর তা জেনে কাউন্সেলর উপদেশ দিতে পারেন। কারো কারো বিশেষ কোনো প্রতিভা লুকায়িত থাকলে অভিজ্ঞ কাউন্সেলর তাও বের করে সে ব্যাপারে উৎসাহিত করতে পারেন। আবার সব সময় বাবা-মায়ের মতামত বা সিদ্ধান্ত ঠিক না হলেও শিক্ষার্থীর জীবন এলোমেলো হয়ে যায়। সেসব ক্ষেত্রে কাউন্সেলর-এর ভূমিকা অত্যন্ত মূল্যবান।

সাম্প্রতিককালে কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলাম শিক্ষার্থীদের জন্য কাউন্সেলর প্রয়োজন। যোগ্যতা হিসেবে শিক্ষার বিষয় ইংরেজি চাওয়া হয়েছে। আশার বিষয় এই যে, তারা বুঝতে পেরেছে কাউন্সেলর জরুরি। তবে চিন্তার বিষয় এই যে, বিষয় ইংরেজি হলেই কি কাউন্সেলর হতে পারবেন? বিদেশে কাউন্সেলিংয়ের জন্য যেমন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে, তেমনি এ ধরনের কাজে মনোবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী এদের অগ্রাধিকার থাকে। আশা করছি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলোতে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি কাউন্সেলর নিয়োগের বিষয়টিও গুরুত্ব পাবে।

ইন্টারন্যাশনাল স্কুলগুলোতে 'ও' লেভেল বা 'এ' লেভেল-এর জন্য কোনো বিদেশী শিক্ষকের প্রয়োজন নেই। আমাদের দেশে যোগ্য শিক্ষক অনেক রয়েছেন। এছাড়া নিজেরা যত্নবান হলে; দেশীয় গুণীর কদর করতে পারলে in service training, orientation-এর মাধ্যমে এদের মান আরো উন্নত করা যায় বৈকি। বিদেশী বিশেষজ্ঞ আনতে থাকলে আমাদের ব্রেইন-ড্রেন-এর হার বরং বেড়েই যাবে, সঙ্গে অপচয়ও বাড়বে। এখানে আরো একটু যোগ করা যেতে পারে 'ও' লেভেল বা 'এ' লেভেল-এর বই পাকিস্তান, ভারত, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশে আলাদা আলাদাভাবে তৈরি করে নেয়। নিজেদের দেশের সাহিত্য, পরিবেশ থেকে উদাহরণ নেওয়াতে বিষয়বস্তু সহজবোধ্য হয়। আমরা কি শুধু ওদের গান, পোশাক, খাবার, সিনেমাকে গ্রহণ করবো- শিক্ষা ক্ষেত্রকে পাশ কাটিয়ে?

এখানে তিনটি বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করতে চাই : ক. নিজের দেশের মেধাবীদের যোগ্য মর্যাদা দিতে হবে নিজেদেরই; খ. কাউন্সেলর নিয়োগ অত্যন্ত জরুরি, যদিও এ বিষয়টি একবারও কোনো সেমিনার বা আলোচনায় আসেনি; গ. ইংরেজি মাধ্যম (ইন্টারন্যাশনাল স্কুলসহ) স্কুলগুলোর জন্যও মানসম্মত পুস্তক রচনা করতে হবে যাতে নিজের দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় বিষয়ের উপমার ব্যবহারে বিষয়বস্তু সহজবোধ্য হয়।

বিশেষজ্ঞগণ ধীরে-সুস্থে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে দেশের, সমাজের উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবেন এটাই সবার প্রত্যাশা।

দিলরুবা কবির : গবেষক, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ।